এখনও হলে অছাত্ররা

জাবি প্রতিনিধি
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ এএম

দীর্ঘ ৩৩ বছর পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, নির্বাচন অনুষ্ঠানের সব কাজ ঠিকঠাক চললেও আবাসিক হল থেকে সাবেক শিক্ষার্থীদের বের করতে পারেনি বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসন। হলগুলোয় প্রায়

এক হাজার সাবেক শিক্ষার্থী (অছাত্র) রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন প্রশাসন সংশ্লিষ্টদের অনেকে। এ জন্য সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে হলে থাকা এসব শিক্ষার্থী।

বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, গত ১০ আগস্ট তফসিল ঘোষণার আগে হলগুলো থেকে ১৬ আগস্ট বিকালের মধ্যে সাবেক শিক্ষার্থীদের বের হওয়ার নির্দেশ দেয় প্রশাসন। তবে এই সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীরা বের না হলে ১৬ আগস্ট রাতে সাবেক শিক্ষার্থীদের হল থেকে বের করতে আ. ফ. ম. কামাল উদ্দিন হলে অভিযান চালান। এ সময় হল প্রশাসন বেশ কিছু

কক্ষ সিলগালা করে দেয়। তবে একপর্যায়ে সাবেক শিক্ষার্থীরা হল প্রশাসনের কাজে বাধা দেন এবং হল থেকে বের হতে অস্বীকৃতি জানান। সেই সঙ্গে প্রশাসনকে নানা শর্ত জুড়ে দেন।

হল প্রভোস্ট সূত্রে জানা যায়, প্রভোস্টদের কাছে যে তালিকা রয়েছে, এর বাইরেও অনেক সাবেক শিক্ষার্থী রয়েছেন হলগুলোয়। এমন অবস্থায় জাকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এদিকে গত ২৫ আগস্ট হলে অবস্থান করা ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল আহসানসহ অন্যরা। এ সময় সাবেক শিক্ষার্থীরা অক্টোবর পর্যন্ত হলে অবস্থান করার দাবি জানান।

বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তি জানান, হলগুলোতে অছাত্র রেখে জাকসু নির্বাচন সম্ভব নয়। সেই সাথে তারা অভিযোগ করে বলেন, জাকসুর কোনো প্রার্থী বা প্যানেল তাদের সাবেক শিক্ষার্থীদের বের করতে সহায়তা করছে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসনের একজন জানান, অছাত্রদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার এখতিয়ার বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসনের নেই। তবে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে গেলে অবশ্যই কেবল ভোটারা হলে অবস্থান করবেন।

শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ বাবর বলেন, জাকসু নির্বাচনের আগে হল থেকে সাবেক শিক্ষার্থীদের বের করতে হবে। এ জন্য প্রশাসনের তৎপরতা বাড়ানো দরকার। শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মহিবুর রহমান মুহিব বলেন, অছাত্রদের বের করতে প্রশাসনের কোনো কার্যকরী উদ্যোগে আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

প্রভোস্ট কমিটির সভাপতি অধ্যাপক আবেদা সুলতানা জানান, আমরা ছেলেদের প্রতিটি হলে অভিযান চালিয়েছি। অনেকে স্বেচ্ছায় হল ছেড়ে দিয়েছেন, অনেকে অবস্থান করছেন।

বিশ^বিদ্যালয়ের প্রক্টর ও নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব অধ্যাপক রাশিদুল আলম বলেন, সাবেক শিক্ষার্থীদের বের করে দেওয়া নির্বাচন কমিশনের কাজ নয়। এটি বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসনের দায়িত্ব। উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল আহসান বলেন, আমি এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করছি। নির্বাচনের সময় চালাকি করে হলে থাকার কোনো সুযোগ নেই।

ছাত্র ইউনিয়ন একাংশ ও ছাত্রফ্রন্টের সমন্বয়ে প্যানেল ঘোষণা : এদিকে জাকসু নির্বাচন কেন্দ্র করে ছাত্র ইউনিয়নের একাংশ ও ছাত্রফ্রন্টের সমন্বয়ে ‘সংশপ্তক’ প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল ছাত্র ইউনিয়ন জাবি সংসদের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম ঈমন প্যানেলটি ঘোষণা করেন।

প্যানেলটি থেকে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জাবি সংসদের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম ঈমন ও নারী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট বিশ^বিদ্যালয় শাখার সংগঠক সোহাগী সামিয়া জান্নাতুল ফেরদৌস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এ ছাড়া তথ্য প্রযুক্তি ও গ্রন্থাগারবিষয়ক সম্পাদক পদে সৈয়দ তানজিম আহমেদ, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে তানজিল আহমেদ, নারী সহ-সমাজ সেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক পদে সাদিয়া ইমরোজ ইলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।